ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫২০৮
আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে ঃ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। ভাষা এবং সংস্কৃতির শুধু সংরক্ষণই নয় এগুলিকে কিভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায় সেই দিকেও সরকার নজর রেখে চলেছে। আজ আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, যেকোন ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পায় সেই সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব সবার। শুধুমাত্র সরকারি প্রচেষ্টাতেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অংশের লোকজনদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভাষা শহীদ সুদেষ্ণা সিনহার প্রতিও শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া বলেন, বিদ্যালয়স্তরে মণিপুরী ভাষার প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ডা. অশোক সিনহা, রাজ্যের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তথা কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ৭টি বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন এবং এই বইগুলির লেখক লেখিকাদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা দুপুরে মুক্তধারার সামনে থেকে বের হয়ে বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে মিলিত হয়।

****